গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

প্রকাশক

কেন্দ্রীয় কমিটি

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)

নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী,

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২।

প্রকাশকাল :

১ম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮১

১ম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ১৯৯২

২য় সংস্করণ : মার্চ ১৯৯৫

৩য় সংস্করণ : জুন ১৯৯৭

৪র্থ সংস্করণ : আগস্ট ২০১২

কম্পোজ

যুবসংঘ কম্পিউটার্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মুদ্রণ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

হাদিয়া

১৫ (পনের) টাকা মাত্র।

GATHANTANTRA (Constitution) : Published by the Central Committee of **BANGLADESH AHLE HADEETH JUBO SHONGHO** (Youth Association). Head Office : Al-Markazul Islami As-Salafi (1st Floor), Nawdapara, P.O. Sapura, P.S. Shah Makhdum, Rajshahi. Phone : +88-0247-860992.

بسم الله الرحمن الرحيم

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

ভূমিকা

নাহ্মাদুহূ ওয়া নুছাল্লী ‘আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা‘দ-

আহলেহাদীছ আন্দোলনে তরুণ ছাত্র ও যুবকদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে এবং দেশের যুবশক্তিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জান্নাতপিয়াসী যুবশক্তিকে পরিণত করার লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ গঠিত হয়। বাংলা ১৩৮৪ সালের ২৩শে মাঘ, ইংরেজী ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী মুতাবিক ২৬শে ছফর ১৩৯৮ হিজরী রোজ রবিবার ৭৮, উত্তর যাত্রাবাড়ীস্থ ‘মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া’র জামে মসজিদে বাদ যোহর ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ গঠনের উদ্দেশ্যে মাননীয় আহ্বায়কের আহ্বানে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা হ’তে আগত আহলেহাদীছ যুবকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (সাতক্ষীরা)-কে আহ্বায়ক ও মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার শিক্ষক দেওয়ান হাসান শহীদ (টাঙ্গাইল)-কে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৩৩ সদস্যের একটি ‘প্রস্তুতি কমিটি’ গঠিত হয় এবং আহ্বায়ক কর্তৃক রচিত ও উক্ত সভায় পঠিত কর্মসূচীর* (গঠনতন্ত্র) ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাংগঠনিক কাজ শুরুর পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। অতঃপর যাত্রাবাড়ী ‘মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া’য় মাননীয় আহ্বায়কের কার্যালয় থেকেই দেশব্যাপী যুবসংঘের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অতঃপর আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে ১৯৮০ সনের ৫ ও ৬ই এপ্রিল, রাজধানীর ঢাকা যেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে আমাদের ১ম ‘জাতীয় সম্মেলন’ এবং

---

*৬ পৃষ্ঠার উক্ত ‘কর্মসূচী’ বনাম গঠনতন্ত্রটি পিরামিড প্রেস, দৌলতপুর, খুলনা হ’তে ১৯৭৮ সালে মুদ্রিত হয়।

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ সংলগ্ন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তনে 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক একটি সার্থক ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ৬ই এপ্রিল রবিবার অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন এলাকা হ'তে আগত আহলেহাদীছ আন্দোলনে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে আগ্রহী যুবকদের মধ্য হ'তে ৩৫ সদস্যের একটি শক্তিশালী 'কেন্দ্রীয় এডহক কমিটি' গঠন করা হয়। সেখানে প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে এডহক কামিটির আহ্বায়ক এবং মাওলানা শামসুদ্দীন (সিলেট) ও মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন (ঢাকা)-কে যুগ্ম-আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়। উক্ত বৈঠকে মুহাম্মাদ শামসুদ্দীনকে আহ্বায়ক করে ১০ সদস্যের একটি গঠনতন্ত্র সাব-কমিটিও গঠন করা হয় এবং কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে গঠনতন্ত্রের খসড়া তৈরীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

অতঃপর তাঁরা তিন মাসের মধ্যে নিজ নিজ খসড়া তৈরী করে সাব-কমিটির আহ্বায়কের নিকটে পাঠিয়ে দেন। আহ্বায়ক সবগুলো খসড়া ৭ই জুলাই ১৯৮০ সোমবার ঢাকার বংশাল জামে মসজিদে সাব-কমিটির সভায় পেশ করেন। উক্ত খসড়া গঠনতন্ত্রের যথাযথ পর্যালোচনার পর আহ্বায়ক জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে সব কয়টি খসড়া হ'তে চয়ন করে একটি চূড়ান্ত গঠনতন্ত্র সংকলনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

অতঃপর তিনি তা সংকলন করে বিগত ২৮শে মার্চ '৮১ যুবসংঘের তৎকালীন কেন্দ্রীয় অফিস* ৯৪, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা-১১০০-য়ে অনুষ্ঠিত গঠনতন্ত্র সাব-কমিটির সভায় পেশ করেন। উক্ত কমিটি সেটি প্রয়োজনীয় সংশোধন পূর্বক

***যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সমূহ :** (১) মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ৭৮, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী হ'তে ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (২) মাদরাসাতুল হাদীছ, ৯৪ কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা-১১০০। ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর হ'তে ১৯৮৪ সালের মে পর্যন্ত (৩) মাদরাসা মার্কেট (৩য় তলা), রাণীবাজার, রাজশাহী। ১৯৮৪ সালের ৩০শে মে হ'তে ১৯৯৬ সালের মে পর্যন্ত (৪) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ১৯৯৬ সালের ১৯শে মে হ'তে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

উল্লেখ্য যে, মাননীয় আহ্বায়ক খুলনা এম.এম. সিটি কলেজে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম 'আঞ্জুমানে শুব্বানে আহলেহাদীছ' নাম দিয়ে আহলেহাদীছ যুব সংগঠনের কাজ শুরু করেন। তখন কার্যালয় ছিল, খুলনা সিটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (২য় তলা), ৬৯ খানজাহান আলী রোড (ফেরীঘাট মোড়), খুলনা।

সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন এবং পরদিন ২৯শে মার্চ বংশাল জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় এডহক কমিটির পূর্ণাঙ্গ সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।**

অত্র গঠনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত নীতিমালার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট 'ইমারত'-এর অধীনে তরুণ ছাত্র ও যুবসমাজকে সংগঠিত করার রূপরেখা প্রদত্ত হয়েছে।

২. ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে একজন ঈমানদার যুবক যাতে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও সুন্নাহ মেনে চলে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি হাছিল করতে পারে, তার দিক-নির্দেশনা দান করা হয়েছে।

৩. নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও একনায়ক পদ্ধতির বাইরে যোগ্য ব্যক্তিদের পরামর্শ ভিত্তিক ইসলামী শূরা পদ্ধতি সংগঠনের সকল স্তরে অনুসৃত হয়েছে।

যে সকল তরুণ ছাত্র ও যুবক আহলেহাদীছ আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং এর খেদমতে আগ্রহী, আশা করি এ গঠনতন্ত্র তাদের কর্মতৎপরতায় সহায়ক হবে। পরবর্তী কোন সংশোধনী না আসা পর্যন্ত এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ প্রত্যেক কর্মীর জন্য অবশ্য কর্তব্য।

আল্লাহ আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী চলার তাওফীক দান করুন এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনকে গতিশীল ও সফল করুন–আমীন!!

কেন্দ্রীয় কমিটি
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

**অত্র গঠনতন্ত্রটি এপ্রিল ১৯৮১ সালে ১ম সংস্করণ হিসাবে এম.এ. বারী কর্তৃক আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৯৮ নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১ হ'তে মুদ্রিত হয়।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لا نَبِيَّ بَعْدَهُ

প্রথম অধ্যায়

ধারা-১ : সংগঠনের নাম

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

ধারা-২ : কার্যালয় ও মনোগ্রাম

(১) কার্যালয় : ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় বর্তমানে রাজশাহীতে থাকবে। তবে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে ‘মজলিসে শূরা’র পরামর্শক্রমে ও মুরব্বী সংগঠনের অনুমোদনক্রমে প্রধান কার্যালয় দেশের অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে।

(২) মনোগ্রাম পরিচিতি

(ক) পাঁচটি কোণ দ্বারা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ বুঝানো হয়েছে। (খ) মধ্যের উপরিভাগে ‘কালেমায়ে শাহাদাত’-এর প্রচলিত মূল অংশ দ্বারা তাওহীদ ও রিসালাত-এর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বুঝানো হয়েছে। (গ) মধ্যের চাঁদ-তারা দ্বারা ইসলামী নিশান বুঝানো হয়েছে। (ঘ) ত্রিকোণবেষ্টিত সূরা ইউসুফ-এর ১০৮ নং আয়াতাংশ দ্বারা জাগ্রত জ্ঞান সহকারে সংঘবদ্ধ দাওয়াতের কথা বুঝানো হয়েছে। (ঙ) উপরের তিন দিকে ডবল রেখার বেষ্টনী দ্বারা সাংগঠনিক মযবুতী বুঝানো হয়েছে। (চ) সবশেষে আয়াত বেষ্টিত তীরের আকৃতি দ্বারা ‘দাওয়াত ও জিহাদ’-এর নমুনা বুঝানো হয়েছে।

ধারা-৩ : আক্বীদা

(১) তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেবলমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব করা *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

(২) শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করা *(নিসা ৪/৬৫)*। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ছিরাতে মুস্তাক্বীমের অনুগামী হওয়া।

(৩) আমীরের আনুগত্য করা *(নিসা ৪/৫৯)*। অর্থাৎ আল্লাহভীরু আমীরের নেতৃত্বে জামা‘আতী যিন্দেগী যাপন করা।

ধারা-৪ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য।

ধারা-৫ : মূলনীতি : পাঁচটি–

(১) কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা : এর অর্থ- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আদেশ-নিষেধকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং তাকে নিঃশর্তভাবে ও বিনা দ্বিধায় কবুল করে নেওয়া ও সে অনুযায়ী আমল করা।

(২) তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজার অপনোদন : তাক্বলীদ অর্থ- শারঈ বিষয়ে বিনা দলীলে কারো কোন কথাকে চোখ বুঁজে মেনে নেওয়া। 'তাক্বলীদ' দু'প্রকার- জাতীয় ও বিজাতীয়। 'জাতীয় তাক্বলীদ' বলতে ধর্মের নামে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার অন্ধ অনুসরণ বুঝায়। 'বিজাতীয় তাক্বলীদ' বলতে বৈষয়িক ব্যাপারের নামে সমাজে প্রচলিত পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রভৃতি বিজাতীয় মতবাদের অন্ধ অনুসরণ বুঝায়।

(৩) ইজতেহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্তকরণ : ইজতিহাদ অর্থ- যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ হ'তে বের করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এই অধিকার ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের সকল যোগ্য আলেমের জন্য খোলা রাখা।

(৪) সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ : এর অর্থ- ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে গ্রহণ করা।

(৫) মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ : এর অর্থ- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আদেশ-নিষেধকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র সার্বিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

উপরোক্ত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতি সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চায় এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধারা-৬ : কর্মসূচী : চারটি–

তাবলীগ, তানযীম, তারবিয়াত ও তাজদীদে মিল্লাত। অর্থাৎ প্রচার, সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও সমাজ সংস্কার।

(১) তাবলীগ বা প্রচার : এ দফার করণীয় হ'ল, তরুণ ছাত্র ও যুবসমাজের নিকটে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। তাদেরকে যাবতীয় শিরক, বিদ'আত ও তাক্বলীদী ফির্কাবন্দীর বেড়াজাল হ'তে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও

খোলা মনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করা। তাদের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা।

(২) তানযীম বা সংগঠন : এ দফার করণীয় হ'ল, যে সকল যুবক নিজেদেরকে খাঁটি ইসলামী চরিত্রে গড়ে তুলতে এবং সমাজের বুকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনবিধান কায়েমের আন্দোলনে অংশ নিতে প্রস্তুত হয়, তাদেরকে এ সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করা।

(৩) তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ : এ দফার করণীয় হ'ল, সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ যুবকদেরকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র আলোকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যিন্দাদিল মর্দে মুজাহিদ রূপে গড়ে তোলা এবং ধর্মের নামে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার ও জাহেলিয়াতের বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামকে বিজয়ী করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী তৈরীর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৪) তাজদীদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কার : এ দফার করণীয় হ'ল, আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান অনুযায়ী সমাজের বুকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

তৃতীয় অধ্যায়

ধারা-৭ : জনশক্তি স্তর : তিনটি–

১. প্রাথমিক সদস্য ২. কর্মী ৩. কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য।

১. প্রাথমিক সদস্য : অনধিক ৩২ বছরের যে সকল তরুণ, যুবক ও ছাত্র (ক) নিয়মিত ছালাত আদায় করেন (খ) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে বিনা শর্তে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেন (গ) নির্ধারিত 'সিলেবাস' অধ্যয়নে রাযী থাকেন (ঘ) 'প্রাথমিক সদস্য' ফরম পূরণ করেন ও সংগঠনের নির্দেশ পালনে প্রস্তুত থাকেন।

২. কর্মী : যে সকল 'প্রাথমিক সদস্য' (ক) সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচীর সাথে সচেতনভাবে একমত হন (খ) যিনি সংগঠনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল, তাক্বওয়াশীল এবং হালাল রূযীর ব্যাপারে সচেতন থাকেন (গ) যিনি সংগঠনের সামগ্রিক তৎপরতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহায়তা করেন এবং অন্য কোন আদর্শিক সংগঠনের সাথে কোনরূপ সাংগঠনিক সম্পর্ক রাখেন না (ঘ) যিনি যাবতীয় হারাম ও কবীরা গুনাহ হ'তে বিরত থাকেন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। (ঙ) যিনি নিয়মিত এয়ানত দেন এবং ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখেন ও দেখান। (চ) যিনি নির্ধারিত

সিলেবাস অধ্যয়ন করেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উপরোক্ত মর্মে নির্ধারিত ফরম পূরণ করেন ও কেন্দ্রের অনুমোদন লাভ করেন এবং কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট শপথ নেন।

৩. কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য : যে সকল 'কর্মী' (ক) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সংগঠনের নির্দেশ অনুযায়ী যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকেন (খ) যিনি ইসলাম ও জাহেলিয়াত অর্থাৎ তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত, ইত্তেবা ও তাক্বলীদ, ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং প্রচলিত রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন (গ) যিনি নিয়মিতভাবে সাংগঠনিক ও ইসলামী গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন (ঘ) যিনি আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বদা জান-মালের কুরবানী দিয়ে থাকেন (ঙ) যিনি নিয়মিত ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখেন ও দেখান (চ) যিনি নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উপরোক্ত মর্মে নির্ধারিত ফরম পূরণ করেন ও শূরার অনুমোদন লাভ করেন এবং আমীরে জামা'আতের নিকট শারঈ আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ধারা-৮ : সাংগঠনিক স্তর : পাঁচটি–

১. শাখা ২. এলাকা ৩. উপযেলা ৪. যেলা ৫. কেন্দ্র।

১. শাখা :

(ক) কোন গ্রাম, মহল্লা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা ছাত্রাবাসে কমপক্ষে তিনজন 'প্রাথমিক সদস্য' থাকলে এলাকার অনুমোদন সাপেক্ষে একজনকে সভাপতি, একজনকে সাধারণ সম্পাদক ও একজনকে সদস্য করে একটি শাখা গঠন করা যাবে। সদস্য সংখ্যা বেশী থাকলে সভাপতি ও সহ-সভাপতিসহ অনধিক ৯ (নয়) সদস্যের একটি পূর্ণাঙ্গ 'শাখা কর্মপরিষদ' গঠিত হবে। যেলা না থাকলে উক্ত শাখা কেন্দ্র কর্তৃক সরাসরি অনুমোদিত হবে।

(খ) শাখার অধীনস্ত উপযুক্ত কোন স্থানে শাখার কার্যালয় স্থাপিত হবে।

(গ) শাখা কর্মপরিষদ :

পদ	সংখ্যা
সভাপতি	১জন
সহ-সভাপতি	১জন
সাধারণ সম্পাদক	১জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
অর্থ সম্পাদক	১জন
প্রচার সম্পাদক	১জন

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	১জন
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১জন
দফতর সম্পাদক	১জন
মোট =	৯জন

২. এলাকা :

(ক) যেলা কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শাখা নিয়ে একটি 'সাংগঠনিক এলাকা' গঠিত হবে।

(খ) যেলা সভাপতি স্বীয় কর্মপরিষদ ও সংশ্লিষ্ট উপযেলা সভাপতি এবং শাখা সভাপতিদের সাথে পরামর্শক্রমে এলাকা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনয়ন দিবেন। উক্ত তিনজন যেলা সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি ও পরামর্শক্রমে অনধিক ১০ (দশ) সদস্যের একটি পূর্ণাঙ্গ 'এলাকা কর্মপরিষদ' গঠন করবেন ও শপথ নিবেন।

(গ) প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করার জন্য যেলা সভাপতি একজনকে আহ্বায়ক, একজনকে যুগ্ম-আহ্বায়ক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি 'এলাকা আহ্বায়ক কমিটি' গঠন করতে পারবেন। যার মেয়াদ অনধিক ছয় মাস হবে।

(ঘ) এলাকার অধীনস্ত উপযুক্ত কোন স্থানে যেলার অনুমোদন সাপেক্ষে 'এলাকা কার্যালয়' স্থাপিত হবে।

(ঙ) উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের সকল প্রতিষ্ঠান 'এলাকা'র মর্যাদা পাবে।

(চ) ক্ষেত্র বিশেষে কোন একক এলাকা 'ওয়ার্ড' অথবা 'ইউনিয়ন' নামে অভিহিত হবে।

(ছ) এলাকা কর্মপরিষদ :

সভাপতি	১জন
সহ-সভাপতি	১জন
সাধারণ সম্পাদক	১জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
অর্থ সম্পাদক	১জন
প্রচার সম্পাদক	১জন
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	১জন
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	১জন
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১জন
দফতর সম্পাদক	১জন
মোট =	১০জন

৩. উপযেলা :

(ক) কয়েকটি এলাকা নিয়ে একটি 'সাংগঠনিক উপযেলা' গঠিত হবে। ক্ষেত্র বিশেষে কোন একক এলাকা 'থানা' অথবা 'উপযেলা' হিসাবে অভিহিত হবে।

(খ) যেলা সভাপতি স্বীয় কর্মপরিষদ ও সংশ্লিষ্ট এলাকা সভাপতিদের সাথে পরামর্শক্রমে উপযেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনয়ন দেবেন। উক্ত তিনজন যেলা সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি ও পরামর্শক্রমে অনধিক ১০ (দশ) সদস্যের পূর্ণাঙ্গ 'উপযেলা কমিটি' গঠন করবেন এবং শপথ নিবেন।

(গ) যেলার অনুমোদন সাপেক্ষে উপযেলা শহরে অথবা উপযেলার কোন সুবিধাজনক স্থানে 'উপযেলা কার্যালয়' স্থাপিত হবে।

(ঘ) প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ডিগ্রী কলেজ ও ফাযিল-কামিল মাদরাসা উপযেলার মান পাবে।

(ঙ) উপযেলা কর্মপরিষদ :

সভাপতি	১জন
সহ-সভাপতি	১জন
সাধারণ সম্পাদক	১জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
অর্থ সম্পাদক	১জন
প্রচার সম্পাদক	১জন
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	১জন
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	১জন
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১জন
দফতর সম্পাদক	১জন
মোট =	১০জন

৪. যেলা :

(ক) প্রতিটি সরকারী যেলা অথবা 'কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ'-এর অনুমোদন সাপেক্ষে বিশেষ অঞ্চল সমূহ নিয়ে একটি 'সাংগঠনিক যেলা' গঠিত হবে।

(খ) কেন্দ্রীয় সভাপতি স্বীয় কর্মপরিষদ, সংশ্লিষ্ট যেলার উপদেষ্টা পরিষদ ও উপযেলা সভাপতিদের সাথে পরামর্শক্রমে যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনয়ন দেবেন। উক্ত তিনজন কেন্দ্রীয় সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি ও পরামর্শক্রমে অনধিক ১০ (দশ) সদস্যের পূর্ণাঙ্গ 'যেলা কর্মপরিষদ' গঠন করবেন এবং শপথ নিবেন।

(গ) প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করার জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি একজনকে আহ্বায়ক, একজনকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি 'যেলা আহ্বায়ক কমিটি' গঠন করতে পারবেন। যার মেয়াদ অনধিক ছয় মাস হবে।

(ঘ) 'কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ'-এর অনুমোদন সাপেক্ষে যেলা শহরে অথবা যেলার কোন সুবিধাজনক স্থানে 'যেলা কার্যালয়' স্থাপিত হবে।

(ঙ) সিটি কর্পোরেশন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ যেলার মান পাবে।

(চ) যেলা কর্মপরিষদ :

পদ	সংখ্যা
সভাপতি	১জন
সহ-সভাপতি	১জন
সাধারণ সম্পাদক	১জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
অর্থ সম্পাদক	১জন
প্রচার সম্পাদক	১জন
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	১জন
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	১জন
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১জন
দফতর সম্পাদক	১জন
মোট =	১০জন

৫. কেন্দ্র :

(ক) 'কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ', 'মজলিসে শূরা' ও 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা' নিয়ে 'কেন্দ্রীয় সংগঠন' গঠিত হবে।

(খ) 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য'গণের মধ্য হ'তে অনধিক ১২ (বারো) সদস্য সমন্বয়ে 'কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ' গঠিত হবে। প্রয়োজনবোধে যোগ্য ও অভিজ্ঞ 'কর্মী'দের মধ্য হ'তে সম্পাদক নেওয়া যেতে পারে। তবে মনোনয়নের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তাকে 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' মানে উন্নীত হ'তে হবে।

(গ) কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ :

পদ	সংখ্যা
সভাপতি	১জন
সহ-সভাপতি	১জন
সাধারণ সম্পাদক	১জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
অর্থ সম্পাদক	১জন
প্রচার সম্পাদক	১জন

প্রশিক্ষণ সম্পাদক	১জন
ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক	১জন
তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক	১জন
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	১জন
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১জন
দফতর সম্পাদক	১জন
মোট =	১২জন

(ঘ) মজলিসে শূরা :

(১) কেন্দ্রে একটি 'মজলিসে শূরা' থাকবে।

(২) 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য'গণের মধ্য হ'তে বয়স, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) সদস্য বিশিষ্ট 'মজলিসে শূরা' গঠিত হবে।

(৩) কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সকল সদস্য পদাধিকার বলে 'মজলিসে শূরা'র সদস্য হবেন।

(৪) কেন্দ্রীয় সভাপতি স্বীয় কর্মপরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে 'মজলিসে শূরা'র মনোনয়ন দিবেন।

(ঙ) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা :

'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য'দের নিয়ে গঠিত এই সভা সংগঠনের 'সর্বোচ্চ পরিষদ' হিসাবে গণ্য হবে।

৬. উপদেষ্টা পরিষদ : সংগঠনের অধঃস্তন স্তরসমূহে অনধিক ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। 'আন্দোলন'-এর সংশ্লিষ্ট সভাপতি প্রধান উপদেষ্টা থাকবেন। তিনি যুবসংঘের সংশ্লিষ্ট কর্মপরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে বাকি পাঁচ জন সদস্য মনোনয়ন দিবেন।

ধারা-৯ : কার্যক্রম

(ক) শাখা সংগঠন

১. দৈনিক বাদ এশা মহল্লার মসজিদে অর্থসহ ১টি করে হাদীছ শুনানো এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক করা।

২. গ্রাম বা মহল্লার সকল তরুণ ও যুবকদের নিয়মিত মুছল্লী বানানোর জন্য পরিকল্পনা মোতাবেক দাওয়াত দেওয়া।

৩. দ্বীনী ইল্ম-এর প্রসারের জন্য প্রত্যেক শাখায় (ক) পাঠাগার ও মক্তব স্থাপন করা (খ) 'সোনামণি স্কুল' ও বয়স্কদের 'কুরআন শিক্ষা ক্লাস' চালুর ব্যবস্থা করা (গ) ইসলামী বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা করা। (ঘ) সংগঠনের বিভিন্ন বই, পত্রিকা, সিডি-ডিভিডি বিক্রয় করা, পোস্টারিং ও প্রচারপত্র সমূহ বিলি করা ইত্যাদি।

৪. প্রতি মাসে একবার দায়িত্বশীল বৈঠক করা এবং শাখার মাসিক রিপোর্ট এলাকা সভাপতির নিকট প্রেরণ করা।

৫. শাখা সংগঠন কতগুলো যরূরী রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে। যেমন- (১) রেজুলেশন বহি (২) ক্যাশ বহি (৩) ভাউচার ফাইল (৪) চিঠিপত্র ফাইল (৫) মুছল্লী রেজিষ্টার ইত্যাদি।

৬. উপরোক্ত নিয়মিত কর্মসূচী ছাড়াও ঊর্ধ্বতন সংগঠনের প্রদত্ত কর্মসূচী ও নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে শাখা বাধ্য থাকবে।

(খ) এলাকা সংগঠন

১. প্রতিটি ‘এলাকা’ অথবা ‘উপযেলা’ মারকাযে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা করা।

২. এলাকার সর্বত্র দাওয়াত সম্প্রসারণ করা, নতুন শাখা গঠন করা এবং গঠিত শাখাসমূহকে অধিকতর সক্রিয় ও শক্তিশালী করার জন্য নিয়মিতভাবে তাবলীগী সফর ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৩. এলাকা কর্মপরিষদ মাসে অন্তত একটি দায়িত্বশীল বৈঠক করবে। সেখানে শাখার প্রদত্ত রিপোর্ট সমূহ পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাঠাবে ও এলাকার মাসিক রিপোর্ট উপযেলায় প্রেরণ করবে।

৪. ঊর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।

৫. প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে।

(গ) উপযেলা সংগঠন

১. এলাকা সংগঠন সমূহকে অধিকতর সক্রিয় ও শক্তিশালী করার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

২. উপযেলা কর্মপরিষদ মাসে অন্তত একটি দায়িত্বশীল বৈঠক করবে।

৩. এলাকার প্রদত্ত রিপোর্ট সমূহ পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাঠাবে ও উপযেলার মাসিক রিপোর্ট যেলায় প্রেরণ করবে।

৪. ঊর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।

৫. প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে।

(ঘ) যেলা সংগঠন

১. যেলা মারকাযে ত্রৈমাসিক প্রশিক্ষণ ও তাবলীগী ইজতেমা করবে।

২. উপযেলা ও এলাকাসমূহ অনুমোদন ও তদারকী করবে।

৩. উপযেলার মাসিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাঠাবে।

৪. কেন্দ্রের পরে যেলাগুলিই সংগঠনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হিসাবে গণ্য হবে এবং সংগঠনের অগ্রগতির স্বার্থে কেন্দ্রের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

৫. কেন্দ্রের নির্দেশ সমূহ দ্রুত বাস্তবায়নে তৎপর থাকবে এবং প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করবে।

৬. যেলা তার নিয়মিত মাসিক রিপোর্ট কেন্দ্রে প্রেরণ করবে এবং তার একটি কপি যেলা 'আন্দোলন'কে প্রদান করবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় সংগঠন

১. যেলা সংগঠনকে অনুমোদন দেবে ও তদারকী করবে।

২. সংগঠনের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

৩. বার্ষিক কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন করবে।

৪. সংগঠনের সর্বস্তরে কর্মীদের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫. রসিদ বই ছাপাবে এবং সংগঠনের সর্বত্র আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিদর্শন ও অডিটের ব্যবস্থা করবে।

৬. কেন্দ্রীয় মাসিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করবে ও যেলাসমূহে নির্দেশনা পাঠাবে। মাসিক রিপোর্টের অনুলিপি 'দারুল ইমারতে' প্রেরণ করবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ধারা-১০ : দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) মুহতারাম আমীরে জামা'আত অত্র সংগঠনের মূল যিম্মাদার থাকবেন। তিনি কেন্দ্রীয় সভাপতি মনোনয়ন দিবেন ও তার আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করবেন। তিনি অথবা তাঁর প্রতিনিধি 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

(২) কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকট এবং অধঃস্তন সভাপতিগণ ঊর্ধ্বতন সভাপতিগণের নিকট দায়ী থাকবেন। সর্বস্তরের কর্মপরিষদ সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সভাপতির নিকট দায়ী থাকবেন।

(৩) **সভাপতি :** তিনি সংগঠনের আভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা করবেন এবং কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবেন। কোন বিষয়ে তিনি যরূরী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। তবে পরবর্তী কর্মপরিষদ বৈঠকে তার অনুমোদন নিবেন।

(৪) সহ-সভাপতি : তিনি সভাপতি প্রদত্ত যেকোন দায়িত্ব পালন করবেন ও তাকে সর্বদা গঠনমূলক ও সুপরামর্শ দিবেন। তিনি সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করবেন।

(৫) সাধারণ সম্পাদক : তিনি সম্পাদক মণ্ডলীর প্রধান হিসাবে বিবেচিত হবেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভা আহ্বান করবেন ও কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি সম্পাদকমণ্ডলীর কার্যক্রম তদারকি করবেন ও বৈঠকে সংগঠনের সার্বিক রিপোর্ট পেশ করবেন।

(৬) সাংগঠনিক সম্পাদক : সাংগঠনিক অগ্রগতি ও শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে বাস্তব পরিকল্পনা পেশ করবেন ও কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন করবেন।

(৭) অর্থ সম্পাদক : সংগঠনের হিসাব সংরক্ষণ করবেন ও মাসিক বৈঠকে আয়-ব্যয়ের রিপোর্ট পেশ করবেন। তিনি উন্নয়নমুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিবেন। তিনি বার্ষিক হিসাব অডিট করাবেন।

(৮) প্রচার সম্পাদক : তিনি প্রচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করবেন। তাবলীগী পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন ও কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন করবেন।

(৯) প্রশিক্ষণ সম্পাদক : সর্বস্তরের দায়িত্বশীলদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট 'প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা' পেশ করবেন ও কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিবেন।

(১০) ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক : তিনি সংগঠনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শাখা সমূহ তদারকি করবেন। ছাত্রদের মধ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(১১) তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক : তিনি 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় মুখপত্র প্রকাশের দায়িত্ব পালন করবেন। যেলা এবং অধঃস্তন পর্যায়ে দেয়ালিকা ও সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশের উদ্যোগ নিবেন। তিনি সংগঠনের বই-পুস্তক, সাময়িকী, হ্যাণ্ডবিল-লিফলেট, প্রচারপত্র, স্টিকার-ফেস্টুন ইত্যাদি প্রকাশনা বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন। তিনি সংগঠনের যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ করবেন।

(১২) সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক : তিনি 'আল-হেরা' শিল্পীগোষ্ঠী পরিচালনা করবেন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে পরিকল্পনা পেশ করবেন ও কর্মপরিষদের

অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন করবেন। তিনি সংগঠনের বিভিন্ন বই, পত্রিকা, সিডি-ডিভিডি ইত্যাদি বিলি ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবেন এবং সংগঠনের সর্বস্তরে পাঠাগার ব্যবস্থাপনা তদারকি করবেন।

(১৩) সমাজ কল্যাণ সম্পাদক : তিনি সমাজ কল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন ও কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন করবেন।

(১৪) দফতর সম্পাদক : তিনি সংগঠনের যাবতীয় ফাইল ও রেকর্ড-পত্র সংরক্ষণ করবেন এবং চিঠিপত্র আদান-প্রদান করবেন।

(১৫) কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ : (ক) সংগঠনের সর্বোচ্চ 'নির্বাহী পরিষদ' হিসাবে গণ্য হবে (খ) 'মজলিসে শূরা'র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে (গ) কর্মপরিষদ সদস্যগণ স্ব স্ব বিভাগের দায়িত্ব পালন করবেন এবং সভাপতি প্রদত্ত নির্দেশ সমূহ বাস্তবায়ন করবেন (ঘ) সভাপতির গৃহীত কোন যরূরী সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা ও অনুমোদন করবেন।

(১৬) মজলিসে শূরা : সংগঠনের সর্বোচ্চ 'পরামর্শ পরিষদ' হিসাবে গণ্য হবে। শূরার প্রধান দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ : (ক) কেন্দ্রীয় সভাপতিকে সংগঠনের অগ্রগতি বিষয়ে গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করা (খ) মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্মসূচী প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন, অডিট বোর্ড গঠন ও হিসাব অনুমোদন করা (গ) আভ্যন্তরীণ শৃংখলা বিধান করা (ঘ) গঠনতন্ত্রের সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা (ঙ) সংগঠনে ইসলামী শরী'আত অনুসরণের তত্ত্বাবধান করা।

(১৭) অধঃস্তন কর্মপরিষদ : মাসিক বৈঠকে গত মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব, সাংগঠনিক রিপোর্ট এবং আগামী মাসের পরিকল্পনাসহ সামগ্রিক রিপোর্ট পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন করবে।

(১৮) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা : (ক) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণের মধ্য হ'তে 'কেন্দ্রীয় সভাপতি' মনোনীত হবেন (খ) কেন্দ্রীয় সভাপতি মনোনায়নের সময় এই সভা মুহাতারাম আমীরে জামা'আতকে পরামর্শ দেবে। (গ) এই সভা গঠনতন্ত্রের কোন সংশোধনী প্রস্তাব আনতে পারবে (ঘ) তাঁরা কেন্দ্রের ও সংগঠনের সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখবেন (ঙ) সংগঠন ও দায়িত্বশীলগণের ব্যাপারে তাদের গঠনমূলক প্রস্তাব ও পরামর্শ কেন্দ্র সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে (চ) বার্ষিক সম্মেলনে অডিটকৃত হিসাব সহ কেন্দ্রীয় সংগঠনের সার্বিক রিপোর্ট সম্পর্কে তারা অবহিত হবেন।

(১৯) উপদেষ্টা পরিষদ : উপদেষ্টাগণ সংগঠনের অগ্রগতি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মপরিষদকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধারা-১১ : সভা সমূহ

(১) সর্বস্তরের 'কর্মপরিষদ' নিয়মিত মাসিক বৈঠক করবে।

(২) অধিকাংশের উপস্থিতিতে 'কোরাম' হবে।

(৩) সর্বস্তরের সভাপতিগণ ১টি নির্দিষ্ট এজেণ্ডা দিয়ে যরূরী বৈঠক আহ্বান করতে পারবেন।

(৪) আমীরে জামা'আতের পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সভাপতি 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' সম্মেলন আহ্বান করবেন।

(৫) 'মজলিসে শূরা'র বৈঠক বছরে কমপক্ষে ২টি অনুষ্ঠিত হবে।

(৬) সাধারণ বৈঠকের নোটিশ কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে প্রদান করতে হবে। নিয়মিত মাসিক বৈঠক বিনা নোটিশেও হতে পারে।

(৭) সংগঠনের সর্বস্তরে সুধী সমাবেশ, প্রশিক্ষণ শিবির, কর্মী সম্মেলন, সেমিনার, ইসলামী জালসা ইত্যাদি করতে হবে।

(৮) বছরে একবার কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মী এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

(৯) অধঃস্তন সভাপতিগণ প্রয়োজনবোধে উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।

সপ্তম অধ্যায়

ধারা-১২ : দায়িত্বশীলের গুণাবলী

(১) আল্লাহভীরুতা (২) সুন্নাতের পাবন্দী (৩) ইমারতের প্রতি আনুগত্য (৪) পদের প্রতি লোভহীনতা (৫) দায়িত্বানুভূতির তীব্রতা (৬) সততা ও যোগ্যতা (৭) আমানতদারী (৮) হালাল রূযী (৯) ইসলামী পরিবার (১০) সংগঠনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা।

ধারা-১৩ : মনোনয়ন

(১) মুহতারাম আমীরে জামা'আত যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের মধ্য হ'তে যোগ্য ও অভিজ্ঞ একজনকে কেন্দ্রীয় সভাপতি মনোনয়ন দিবেন ও সকলে তাঁকে সানন্দে গ্রহণ করবে।

(২) সভাপতি মনোনয়ন দানের সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আত বা তাঁর প্রতিনিধি যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের সাথে পরামর্শ করবেন।

(৩) মুহতারাম আমীরে জামা'আত বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি ও পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সভাপতি 'কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ' ও 'মজলিসে শূরা' গঠন করবেন এবং তাদের শপথ নিবেন।

(৪) যেলা, উপযেলা, এলাকা ও শাখা কর্মপরিষদ মনোনয়ন পদ্ধতি চতুর্থ অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহে দ্রষ্টব্য।

(৫) সর্বস্তরে দায়িত্বশীল মনোনয়নের ক্ষেত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত সাংগঠনিক মানের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

ধারা-১৪ : অব্যাহতি

(১) কেন্দ্রীয় সভাপতির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তদন্ত সাপেক্ষে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(২) এ সংগঠনে পদপ্রার্থনা বা পদত্যাগের কোন সুযোগ নেই। সংগঠনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দায়িত্ব পালনকেও প্রত্যেক কর্মী তার পরকালীন মুক্তির অন্যতম অসীলা মনে করেন। তাই সংগঠনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব ফিরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়া সকলের জন্য একান্তভাবেই কর্তব্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি কারো কর্মকাণ্ডে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রতিভাত হয়, তবে তিনি নিম্নোক্তভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন। যেমন-

(ক) কেন্দ্রীয় কোন দায়িত্বশীল গঠনতন্ত্র বিরোধী কাজ করলে (খ) তার কর্মকাণ্ড ধারা-১২-এর বিরোধী বলে পরিলক্ষিত হ'লে (গ) তার বিরুদ্ধে গুরুতর কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান সাপেক্ষে কর্মপরিষদের পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সভাপতি যেকোন সময় তাকে অব্যাহতি প্রদান করবেন। (ঘ) কেউ মৌখিক বা লিখিতভাবে শপথ ভঙ্গ করলে তিনি অব্যাহতিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবেন। (ঙ) আচরণগত ভাবে শপথ ভঙ্গকারী হিসাবে প্রমাণিত হ'লে কেন্দ্রীয় সভাপতির অনুমোদনক্রমে তিনি অব্যাহতিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবেন। (চ) কেউ পরপর তিনটি দায়িত্বশীল বৈঠকে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকলে, সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক নিজে অথবা সভাপতির প্রতিনিধি তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন ও তার বিষয়টি পুরোপুরি অবগত হবেন। অতঃপর সংশোধনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'লে কর্মপরিষদের পরামর্শক্রমে তাকে দায়িত্ব হ'তে অব্যাহতি দেওয়া হবে। তবে সংগঠন হ'তে অব্যাহতির জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতির অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(৩) অধঃস্তন স্তরের কোন দায়িত্বশীলের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা ও সাংগঠনিক কোন অভিযোগ উত্থাপিত হ'লে সংশ্লিষ্ট সভাপতি স্বীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও কর্মপরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করবেন। প্রয়োজনে মন্তব্যসহ বিষয়টি উর্ধ্বতন সংগঠনে প্রেরণ করবেন।

(৪) সংগঠন হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ফিরে আসতে চাইলে তাকে সভাপতি বরাবর উক্ত মর্মে লিখিত আবেদন করতে হবে। কর্মপরিষদের পরামর্শক্রমে

সভাপতি উক্ত দরখাস্ত মনযূর করলে তিনি 'প্রাথমিক সদস্য' ফরম পূরণ করবেন এবং শপথ গ্রহণ করবেন।

অষ্টম অধ্যায়

ধারা-১৫ : অর্থ ব্যবস্থা

আয় :

(১) (ক) সকল পর্যায়ের সদস্য, উপদেষ্টা, সুধী ও শুভাকাংখীদের এককালীন নিয়মিত এয়ানত। (খ) ওশর, যাকাত, ফেৎরা, কুরবানী ও অন্যান্য দান-ছাদাক্বার একটি নির্ধারিত অংশ (গ) নিজস্ব প্রকাশনীর বিক্রয়লব্ধ আয়।

(২) সকল প্রকার আয় কেন্দ্রীয় রসিদে আদায় হবে এবং তা কেন্দ্রীয় একাউন্টে জমা হবে।

(৩) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদকের সমন্বয়ে সংগঠনের নামে 'ব্যাংক একাউন্ট' থাকবে। সভাপতির স্বাক্ষর আবশ্যিক হবে।

ব্যয় :

(১) সংশ্লিষ্ট কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সংগঠনের সার্বিক স্বার্থে আদায়কৃত অর্থ ব্যয় করবে।

নবম অধ্যায়

ধারা-১৬ : গঠনতন্ত্র সংশোধন

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণ গঠনতন্ত্রের যে কোন সংশোধনী আনতে পারবেন। তবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে আমেলা কর্তৃক তা অনুমোদিত হ'তে হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ধারা- ৩, ৪ ও ৫-এর কোন সংশোধনী বা পরিবর্তন আনা যাবে না।

দশম অধ্যায়

ধারা-১৭ : বিবিধ :

(১) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অঙ্গ সংগঠন হিসাবে কাজ করবে।

(২) প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাস হ'তে সাংগঠনিক বছর শুরু হবে। প্রতি সেশনের মেয়াদ দু'বছর হবে।

(৩) কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সকল যেলা ও অধঃস্তন সংগঠন সমূহ পুনর্গঠন সম্পন্ন করতে হবে।

(৪) আমীরে জামা'আত প্রয়োজনবোধে সভাপতির বয়ঃসীমা শিথিল করতে পারবেন।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কেবল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাই সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য হবেন।

(৬) ঊর্ধ্বতন সংগঠনের সফরের ব্যয়ভার অধঃস্তন সংগঠন বহন করবে।

ধারা-১৮ : পরিশিষ্ট

(১) ইমারত-এর নিকট বায়‘আত :

‘কেন্দ্রীয় সভাপতি’ ও ‘কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য’গণ মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের নিকট শারঈ আনুগত্যের বায়‘আত গ্রহণ করবেন। হাতে হাত রেখে বায়‘আত করাই সুন্নাত। ক্ষেত্রবিশেষে বায়‘আতের পদ্ধতির পরিবর্তন হ’তে পারে।

[বায়‘আতের পূর্বে নিম্নের আয়াতটি অনুবাদসহ শুনাবেন]

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ-

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ، يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ، فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْراً عَظِيْماً، (الفتح ١٠)-

অর্থ : ‘নিশ্চয়ই যারা আপনার নিকটে আনুগত্যের বায়‘আত করল, তারা আল্লাহ্‌র নিকটেই বায়‘আত করল। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপরে রয়েছে। অতঃপর যে ব্যক্তি বায়‘আত ভঙ্গ করে, সে নিজের ক্ষতির জন্যই সেটা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ শীঘ্র তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন’ *(সূরা ফাৎহ ১০ আয়াত)*।

(ক) তওবা ও ইস্তেগ্‌ফার :

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لآ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ-

অর্থ : ‘আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁহার দিকেই ফিরিয়া যাইতেছি বা তওবা করিতেছি’ *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩)*।

(খ) বায়‘আত :

(১) আমি*....................................আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের নিকটে এই মর্মে বায়‘আত করিতেছি যে, আমি আহলেহাদীছ আন্দোলনকে আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করিব।

(২) আমি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট থাকিব।

---

*ব্যক্তি নিজের নাম, সাংগঠনিক মান/দায়িত্ব উল্লেখ করবেন। বায়‘আত শেষে উপস্থিত সকলে ‘আমীন’ বলবেন।

(৩) আমি মুহতারাম আমীরে জামা'আত-এর নেতৃত্বে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করিব।

'ইন্না ছালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উক্ত বায়'আত ও অঙ্গীকার পালনের তাওফীক দাও! আমীন!!

২. দায়িত্বশীলগণের শপথ :

(১) কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকটে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ, মজলিসে শূরা, যেলা সভাপতি এবং অনুমোদিত 'কর্মী'গণ মনোনয়ন প্রাপ্ত হবেন।

(২) যেলা কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ, উপযেলা কর্মপরিষদ, এলাকা কর্মপরিষদ ও শাখা কর্মপরিষদ সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট যেলা সভাপতির নিকটে শপথ গ্রহণ করবেন।

[শপথের পূর্বে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীছটি অনুবাদসহ শুনাবেন।]

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلاً، (إسراء ٣٤)-

অর্থ : 'তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসা করা হইবে' *(বনু ইস্রাঈল ৩৪)*।

❑ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، متفق عليه-

অর্থ : 'নিশ্চয়ই তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)*।

(ক) তওবা ও ইস্তেগ্ফার :

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لآ اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ اِلَيْهِ

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁহার দিকেই ফিরিয়া যাইতেছি বা তওবা করিতেছি' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/২৩৫৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*।

(খ) শপথ :

(১) আমি* .... আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া এই মর্মে শপথ করিতেছি যে, আমি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ

---

*ব্যক্তি নিজের নাম, সাংগঠনিক মান/দায়িত্ব উল্লেখ করবেন। শপথ শেষে উপস্থিত সকলে 'আমীন' বলবেন।

যুবসংঘ'-এর গঠনতন্ত্র পুরাপুরি মানিয়া চলিব এবং উহার ভিত্তিতে সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হাছিল ও কর্মসূচীর বাস্তবায়নকেই আমার জীবনের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিব।

(২) আমি আমার উপরে প্রদত্ত সংগঠনের যেকোন দায়িত্ব ও আমানত বিশ্বস্ততার সহিত রক্ষা করিব।

(৩) আমি পরামর্শের গোপনীয়তা এবং সংগঠনের সার্বিক স্বার্থ ও মর্যাদা পূর্ণভাবে সংরক্ষণ ও সর্বোত্তম শৃঙ্খলা বিধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উক্ত শপথ ও অঙ্গীকার পালনের তাওফীক দাও– আমীন!!

৩. কর্মীর শপথ :

(ক) তওবা ও ইস্তেগ্ফার :

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لآ اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ اِلَيْهِ

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁহার দিকেই ফিরিয়া যাইতেছি বা তওবা করিতেছি' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*।

(খ) শপথ :

আমি .... 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র 'কর্মী' স্তরভুক্ত হইয়া আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া এই মর্মে শপথ করিতেছি যে,

(১) আমি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচীর সহিত সচেতনভাবে ঐক্যমত পোষণ করিতেছি।

(২) আমি যাবতীয় হারাম ও কবীরা গোনাহ হইতে বিরত থাকিব এবং সর্বদা হালাল রূযী গ্রহণে তৎপর থাকিব।

(৩) আমি সংগঠনের সামগ্রিক তৎপরতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহায়তা করিব।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উক্ত শপথ ও অঙ্গীকার পালনের তাওফীক দাও– আমীন!!

গঠনতন্ত্র এক নযরে

এই গঠনতন্ত্রে মোট ১০টি অধ্যায় এবং ১৮টি ধারা রয়েছে। যা নিম্নরূপ :

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি। পরকালীন মুক্তির চেতনার উপরেই এই ভিত্তি স্থাপিত।